দৈনিক জনকণ্ঠ

MAR. 24 2002

গবর্নিং বডির সভাপতি পদ নিয়ে বিরোধের কারণে–

নিজস্ব সংবাদদাতা, *কুড়িগ্রাম থেকে*

গবর্নিং বডির সভাপতি পদ নিয়ে বিরোধের কারণে রাজারহাট মহিলা কলেজটি ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। শিক্ষক-কর্মচারীরা এই বিরোধের শিকার হয়ে প্রায় পাঁচ মাস থেকে সরকারী অংশের বেতন-ভাতা উত্তোলন করতে না পেরে মানবেতর জীবনযাপন করছেন।

জানা গেছে, কুড়িগ্রাম জেলার রাজারহাট মহিলা কলেজটি ১৯৯৪ সালের দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৯৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে এটি এমপিওভুক্ত হয়। বর্তমানে কলেজটির অধ্যক্ষসহ শিক্ষক/শিক্ষিকার সংখ্যা ১৭। কর্মচারীর সংখ্যা পাঁচ। ছাত্রীসংখ্যা প্রায় তিন শ'। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, ইতোপূর্বে এ কলেজের গবর্নিং বডির সভাপতির দায়িত্বে ছিলেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা। প্রায় বছর দেড়েক আগে গবর্নিং বডির মেয়াদ শেষ হলে সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্থানীয় সংসদ সদস্য সভাপতির দায়িত্ব পান। এর পর কলেজটিতে শিক্ষক নিয়োগ নিয়ে গবর্নিং বডির সভাপতি ও কলেজের অধ্যক্ষের মতবিরোধ সৃষ্টি হয়। এর জের ধরে প্রায় পাঁচ মাস পূর্বে বিভিন্ন অনিয়মের অভিযোগ তুলে গবর্নিং বডির সভাপতি অধ্যক্ষকে সাময়িক বরখাস্ত করেন। এই বরখাস্ত বিধিসম্মত হয়নি মর্মে বেআইনী আখ্যা দিয়ে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট সবাইকে অবহিত করে কলেজের অধ্যক্ষ দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখেন। গত জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পূর্বে জাতীয় সংসদ বিলুপ্ত হলে স্বাভাবিকভাবে গবর্নিং বডির সভাপতির পদ শূন্য হয়ে যায়। তখন সরকারী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা সভাপতির দায়িত্ব পান। এর পর জাতীয় সংসদ সদস্য নির্বাচিত হলে ইতোপূর্বের বিধি অনুযায়ী স্থানীয় সংসদ সদস্য উক্ত কলেজের সভাপতি হিসাবে নিজেকে দাবি করে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দফতরে পত্র পাঠান। কিন্তু অধ্যক্ষ তাঁকে সভাপতি মেনে না নেয়ায় জটিলতা দেখা দেয় এবং শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন উত্তোলন বন্ধ হয়ে যায়। অধ্যক্ষ আসিফ ইকবাল রাজন দাবি করেন, কলেজটি মাসখানেক আগে ডিগ্রী কলেজে উন্নীত হওয়ায় বিধি মোতাবেক স্থানীয় সাংসদ পদাধিকার বলে আর এ কলেজের গবর্নিং বডির সভাপতি হতে পারেন না। এদিকে গত ৮ জানুয়ারি ২০০২ তারিখে শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক স্বাক্ষরিত পত্র মারফত জানা যায়, কুড়িগ্রামের জেলা প্রশাসককে এই কলেজের শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন বিলে প্রতিস্বাক্ষর করার ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। কিন্তু জেলা প্রশাসক অদ্যাবধি বেতন বিলে প্রতিস্বাক্ষর করেননি।